তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩.....

দৈনিক সংবাদ

নির্বাচনী প্রচারণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ

সারোয়ার জাহান সুমন, চ.বি থেকে : শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নেমে পড়েছেন নির্বাচনী প্রচারণায়। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন সংসদ নির্বাচনে শিক্ষকদের এত ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। আসন্ন নির্বাচনকে "বাংলাদেশের ভাগ্য উন্নয়নে কঠিন চ্যালেঞ্জ" হিসেবে আখ্যায়িত করে বেশ আটঘাট বেঁধেই নেমেছেন শিক্ষকবৃন্দ। দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত অচলাবস্থার কারণে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ ও জনমত গঠনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার কাজটিও হয়ে পড়েছে সহজ।

আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি-জামাত সমর্থিত শিক্ষকরা নির্বাচনী কাজ পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যেই গঠন করে ফেলেছেন নির্বাচনী প্রচার কমিটি। আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ এবং বিএনপি জামাত সমর্থিত শিক্ষকবৃন্দের রয়েছে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ঐক্য ফোরাম। তবে এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পন্থী শিক্ষকদের তার পাশাপাশি স্থানীয় সুশীল সমাজকে একত্রিত করে গঠন করেছেন আলাদা ফোরাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী ও বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও অনুপম সেনসহ সুশীল সমাজ চট্টগ্রামে গঠন করেছে "মুক্তিযুদ্ধ সচেতন পেশাজীবী ফোরাম।"

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাত চক্রকে প্রতিহত করা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকে নির্বাচনে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছেন আওয়ামী পন্থী শিক্ষকরা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমনা সহস্রাধিক শিক্ষক নিয়ে তারা শিক্ষক পরিষদ গঠন করেছেন। পরিষদের ৫০১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হচ্ছেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এম আমিনুল ইসলাম।

পরিষদের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ড. আবু ইউসুফসহ চ.বির ৩৫ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগকে নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। এ ছাড়া পরিষদের শিক্ষকবৃন্দ ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও নিরক্ষরমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়তে আওয়ামী লীগের প্রয়োজনীয়তা সর্বসাধারণকে বোঝাচ্ছেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে এবং দেশ মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে--এ সম্পর্কেও জনগণকে সচেতন করছে। প্রয়োজনে এলাকায় গিয়েও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানোর কৌশল নিয়েছে আওয়ামী সমর্থক শিক্ষকরা।

এ দিকে বিএনপি জামাতপন্থী শিক্ষকরা দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠন করেছেন "জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ঐক্য"।১২৩৬ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক এস এম ফয়েজ। সংগঠনের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য চ.বির শিক্ষক ড. ইউসুফ আহমেদ শরীফ সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে দুর্নীতিতে রেকর্ড করা আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় না আনতে জনগণকে সচেতন থাকতে বলেন। একটি সন্ত্রাসমুক্ত, জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে কোমর বেঁধে নেমেছে বিএনপি জামাত পন্থী শিক্ষকবৃন্দও।